সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূর শ্লীলতাহানি এবং তাঁর কিশোরী কন্যার সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের হুমকি

প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

তদন্ত ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

ঘটনা সংঘটনের তারিখ ও স্থান	ঃ	৭ জানুয়ারি ২০১৪ সময়: আনুমানিক সন্ধ্যা ৭.৩০ টা গ্রাম- ধারাইরখাতা (রত্নাই নদীর পাড়) থানা- সদর, জেলা- লালমনিরহাট
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তির নাম ও ঠিকানা	ঃ	আরতী রানী রায় (৩৫) স্বামী- নরেশ চন্দ্র বর্মন গ্রাম- ধারাইরখাতা, পো- কুলাঘাট ইউপি- কুলাঘাট, ওয়ার্ড-৪, থানা- সদর জেলা- লালমনিরহাট ।
তথ্যানুসন্ধানের তারিখ	ঃ	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
তথ্যানুসন্ধানকারী	ঃ (১)	আবু আহমেদ ফয়জুল কবির
	(২)	মোঃ মাহাবুব আলম

১. ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

৫ জানুয়ারি ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন সকাল আনুমানিক ১০.০০ টার দিকে আরতী রানী গ্রামের ভোটকেন্দ্রে যান ভোট হচ্ছে কিনা দেখার জন্য । ভোট না দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে একই গ্রামের বাসিন্দা সামছুল, পিতা- মৃতঃ ছনমুদ্দিন, আরতী রানীকে জিজ্ঞেস করে সে ভোট দিতে গিয়েছিল কিনা । আরতী জানান যে তিনি ভোট দেননি । তখন সামছুল আরতীকে মনে করিয়ে দেন যে সামছুল তাকে ভোট দিতে না করেছিল । আরতী প্রত্যুত্তরে জানায়, সে ভোট দেখতে গিয়েছিল, ভোট দেয়নি । তখন সামছুল তাকে ভোট না দেখে বাড়ি চলে যেতে বলে । ৭ জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় বাড়ীর কাছের দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে বাড়ীতে ঢোকার সময় সামছুল আরতীকে বলে "কি রে কথা শুনিস না কেন?" এটা বলেই সামছুল আরতীকে পাজাকোলা করে আরতীর গায়ের চাঁদর দিয়ে আরতীর মুখ চেপে ধরে বাড়ীর সন্নিকটে আনুমানিক ২শ/৩শ গজ দূরে রত্নাই নদীর পাড়ে নিয়ে যায় । তার সাথে থাকা (১) আবেনুর ও (২) আমিন সহ সামছুল আরতীকে মারধর করে । পড়নের কাপড় খুলে ফেলে শ্লীলতাহানি ঘটায় এবং আরতীকে স্বীকার করতে বাধ্য করে যে পরদিন অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সন্ধ্যায় আরতীর কিশোরী কন্যা ভক্তিরানী রায় (১৪) কে উপরোক্ত তিন জনের হাতে তুলে দিবে । আরতী প্রাণভয়ে তাদের কাছে কন্যাকে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন । স্থানীয় ইউপি সদস্যকে ঘটনা জানান আরতী, এরপর আরতী থানায় ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন । ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ আমলে না নিয়ে উল্টো আরতীর শ্লীলতাহানিকারীদের পক্ষ নিয়ে আরতীকে জোরপূর্বক আপোষ মীমাংসার কাগজে স্বাক্ষর করতে বলেন । বর্তমানে আরতী রানী নিরাপত্তাহীনতার কারনে কিশোরী কন্যা ভক্তি ও মুক্তিকে তাদের নানার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন ।

২. বিস্তারিত ঘটনা : ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ লালমনিরহাট জেলার সদর থানা এলাকার ধারাইরখাতা গ্রামে আসক তথ্যানুসন্ধান প্রতিনিধিদ্বয় পৌঁছলে আরতী রানি (৩৫) স্বামী- শ্রী নরেশ চন্দ্র বর্মণ নিজের পরিচয় দিয়ে জানান- ৫ জানুয়ারী নির্বাচনে ভোট দিতে নিষেধ করেছিল গ্রামের সামছুল (৪৫), পিতা- মৃত ছইমুদ্দিন। ৫ জানুয়ারি ভয়ে ভোট দিতে যাননি। গ্রামে ৬০/৬৫ পরিবারের মধ্যে ২টি বাড়ীর লোক শুধু হিন্দু ধর্মের। ভোটের দিনে ভোট হচ্ছে কিনা দেখার জন্য বাড়ীর বাইরে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে সামছুল হক তাদের জিজ্ঞেস করে তারা ভোট দিতে গিয়েছিলেন কিনা। উত্তরে তিনি জানান ভোট দিতে যাননি, বাহিরে ঘুরে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন সামছুল তাকে বাইরে ঘুরাঘুরি না করে বাড়ীর ভেতরে চলে যেতে বলে।

আরতী রানী আসক তথ্যানুসন্ধানকারীদের আরো জানান– ৭ জানুয়ারী সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টার দিকে তিনি বাড়ীর সন্নিকটের দোকানে কিছু জিনিপত্র কিনতে যান।। ফিরে আসার সময়ে বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই সামছুল তাকে কোথায় গিয়েছিলো জিজ্ঞেস করেই তার মুখ চেপে ধরে এবং তাকে পাজাকোলা করে বাড়ীর কাছে রত্নাই নদীর পাড়ের দিকে নিয়ে দৌড় দেয়। তার গায়ে থাকা চাঁদর দিয়েই তার মুখ চেপে ধরেছিল বলে জানান তিনি। নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়া হয়। (১) আবেনুর, পিতা- তবারক (২) আমিন, পিতা- ইদা মিয়া সামসুলের সাথে ছিলো। তিনি চিৎকার করে উঠলে তারা তাকে মারধর করে। আবেনুর তার গায়ের কাপড় খুলে ফেলে। এরপর তারা তাকে মারধর করে অকথ্য গালিগালাজ করে শ্লীলতাহানি করে। এরপর সামছুল বলে- তার মেয়ে ভক্তি রানীকে তাদের কাছে তুলে দিতে হবে। তিনি বলেন তিনি তা কেন করবেন! মেয়ে ছোট, লেখাপড়া করে। তখন তারা বলে তাকে মেরে ফেলবে। তখন তিনি প্রাণভয়ে ভক্তিকে তিনি তাদের হাতে তুলে দেবেন বলে জানান। সামছুল তখন কবে দেবে তা জানিয়ে যেতে বলে; তখন আরতী বলেন, যেদিন তারা বলে সেদিন দেবেন। তখন ওরা বলে যদি আরতী কথা না রাখে তাহলে তাকে মেরে ফেলবে। আর এ কথা কাউকে না বলার জন্য বলে তারা। তিনি তাদের জানান যে তিনি এসব কাউকে বলবেন না। এরপর তারা তাকে ছেড়ে দেয়।

৩. আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

আরতী রাণী জানান ঘটনার পর তিনি বাড়ী চলে আসেন। বাড়ী এসে গ্রামের মেম্বারসহ তার আত্মীয় স্বজনকে ঘটনা জানায়। মেম্বার সব কথা শুনে বলে চেয়ারম্যানকে জানাতে হবে। মেম্বার চেয়ারম্যানকে জানিয়েছেন। তবে চেয়ারম্যান তার কাছে আসেননি বলে জানান তিনি। তিনি শুনেছিলেন চেয়ারম্যান নাকি বলেছে- এ ঘটনার বিচার করা তার এখতিয়ারের মধ্যে নাই, আরতী যেন আইনের আশ্রয় নেই। তখন তিনি তার এক প্রতিবেশির সহায়তায় থানায় গিয়ে ঘটনা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দাখিল করি। এরপর কয়েকদিন পরে শুনেন পুলিশ আবেনুরকে আটক করেছে। আবেনুরকে আটকের পর হঠাৎ করে ঐ প্রতিবেশি বলে থানায় তাকে যেতে হবে পুলিশ ডেকেছে। থানায় যাওয়ার পরে দেখেন- সেখানে সামছুল, আমিন ও গ্রামের দেওয়ানীরা (মাতবর) বসে রয়েছে। ওসি তাকে একটা কাগজ দেখিয়ে বলে- "বেটি তুই কাগজে স্বাক্ষর কর"। তিনি ওসির কাছ থেকে কিসের স্বাক্ষর তা জানতে চান। তখন ওসি বলে যে আরতীর দেওয়ানীরা (মাতবর) এসেছে, মীমাংসা করে ফেলতে। তিনি স্বাক্ষর করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং বলেন ওরা তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে, মারধর করেছে। তখন ওসি বলে- "বেটি স্বাক্ষর না করলে তোরে অ্যারেস্ট করব"। তখন তার সঙ্গে মেয়ে ভক্তিরানীও ছিল। মেয়ে তাকে সাইন করে দিয়ে বাড়ী চলে যেতে বলে। মেয়ে প্রশ্ন করে, তাকে যদি গ্রেফতার করে তখন তাদের কি হবে! তখন তিনি স্বাক্ষর করে বাড়ি চলে আসেন।

৪. আসকের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি

তথ্যানুসন্ধানকালে লক্ষ্য করা যায়- আরতী ও বাসন্তী রানী রায়ের পরিবার ছাড়া গ্রামে কোনও হিন্দু বসতি নাই। গ্রামের শেষ প্রান্তে তাদের বাড়ী। বাড়ী থেকে ২/৩ শ গজ সামনেই রত্নাই নদী, রত্নাই নদীর তীরে ৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আরতীর শ্লীলতাহানি করেছিল অভিযুক্ত সামছুল, আবেনুর ও আমিন। আরতী রানীর মেয়ে ভক্তিরানী ও মুক্তি রানী স্থানীয় মোগলহাট এলাকার ভাটিবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী।
আসক তথ্যানুসন্ধানকারীদের আরতী রানী রায় জানান- "আমার মেয়েদের মধ্যে ভক্তি রানী ৭ম শ্রেণীতে পড়ে এবং মুক্তি রানী ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। মেয়েদের স্কুলে যাওয়া আসার পথে সামছুল ভক্তিকে বলত– তোরা এত কষ্ট করিস কেন? তোর সব খরচ আমি দিব। মেয়ে তখন বলত আপনি খরচ দিবেন কেন? আমার বাবা মা তো আছে। আমার খরচ লাগবে না। ভক্তি রানী ফিরে আমাকে এ সব কথা বলত। আমি ও ভক্তির বাবা দিন মজুরের কাজ করি। আমরা কাজের জন্য বাইরে গেলে সামছুল বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে ভক্তিকে কুপ্রস্তাব দিত। ভক্তি বলত- বাবা মা বাড়ী না থাকলে বাড়ীতে আসবেন না। আমি ভক্তির কাছে এসব শুনে সামছুলকে বলি- তুমি আমার মেয়েকে বাজে কথা বলো কেন? তখন সে কথা বলত না, চুপ করে থাকত। এ ঘটনার প্রায় ১০/১২ বছর আগে শামছুলের ভাই মোহাম্মদ আলী আমার জা বাসন্তী রানী রায় স্বামী- পরেশ চন্দ্র রায়, এর শ্লীলতাহানি করেছিল। তখন এটা নিয়ে গ্রামে সালিশ বিচারও হয়েছিল। কোনো বিচার পাই নাই। আমরা গরীব মানুষ আমাদের কথা কেউ শুনে না। আমার স্বামী ও ভাশুর দুজনেই কানে কম শুনে, অসুস্থ, আমার ঘরে ৩টা মেয়ে, বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। দুইজন মেয়েকে নিয়ে বেঁচে আছি। অপরদিকে আমার ভাশুড়ের ১ ছেলে ২ মেয়ে। এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, ছোট মেয়েটা কলেজে পড়ে, ছেলেটা বিএ পড়ে। দুই বাড়ীর মধ্যে একটা ছেলে। আমাদের কেউ কিছু বলে গেলে বা করে গেলেও কিছু করার নেই। আমরা বাড়ীটা বিক্রি করে দিব। বাড়ী ছাড়া কোন জমি নাই। এর মধ্যে বাড়ীর বড় গাছগুলো (আম, কাঠাল) ও ১টা গরু ছিল সেটা বিক্রি করে দিয়েছি। এভাবে তো থাকা যায় না। মেয়ে দুইজন ভক্তি ও মুক্তিকে আমার বাবার বাড়ীতে (তিস্তা গ্রাম) পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সেখানে স্কুলে ভর্তি হয়েছে।"

আসক তথ্যানুসন্ধানকারীদের বাসন্তী রানী রায়, স্বামী- পরেশ চন্দ্র রায় জানান- "১০/১২ বছর আগে এই সামছুলের ভাই মোহাম্মদ আলী আমার শ্লীলতাহানি করেছিল। তখনও ন্যায় বিচার পাই নাই। গ্রামের দেওয়ানীরা (মাতবর) টাকা পয়সা খেয়ে আমাদের মীমাংসা করতে বাধ্য করেছিল। এখন আমাদের বাড়ীর জমি ৮ শতাংশ আর আরতীর বাড়ীর ৬ শতাংশ জমি ছাড়া কোন জমি নাই। আমরা এখানে থাকতে পারছি না। পরিবারের মেয়েদের উপর হামলা হচ্ছে, কোন বিচার পাই না। বাড়ীতে কারেন্ট নাই। সারা রাত আতংকে থাকতে হচ্ছে। আরতী তার দুই মেয়েকে তাঁর বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে।"